হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 2, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, April 2012

যখন মুসলমানেরা প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আর, কোন লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়, একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়। —স্বামী বিবেকানন্দ
(বাণী ও রচনা ঃ নবম খন্ড, পৃঃ ৪৮৪)

হিন্দু সংহতির চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বাঁদিক থেকে মঞ্চে উপবিষ্ট ব্রানন পার্কার, অভয় বর্তক, রমেশ সিন্ধে, ডঃ গৌতম সেন, স্বামী তেজসানন্দজী, তপন ঘোষ এবং বক্তৃতারত স্বামী গোপালানন্দজী

বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে সফল অনুষ্ঠান

বহু বাধা বিঘ্ন ও ঝড় ঝাপ্টা অতিক্রম করে ১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন হল কলকাতার রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে করা গেল না বটে, তবে অনুষ্ঠান শেষে সংহতির কুড়ি হাজার কর্মী সমর্থক বিজয়ী হয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরল। অনুষ্ঠান বানচাল করতে মুসলিম তোষণকারী রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের সব বাধাকে অতিক্রম করে, সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে অনুষ্ঠান সফল হল।

এবছর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিশেষ অতিথি ছিলেন আমেরিকার থেকে আগত বিশিষ্ট গবেষক ব্র্যানন পার্কার, লন্ডন থেকে আগত লন্ডন স্কুল অফ ইকনসিক্সের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. গৌতম সেন, ধানবাদের তরুণ হিন্দু সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নীলমাধব দাস, মুম্বাইয়ের হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির প্রবক্তা শ্রী রমেশ সিন্ধে, সনাতন সংস্থার প্রবক্তা শ্রী অভয় বর্তক, আর্য প্রতিনিধি সভার প্রচারক শ্রী যোগেশ শাস্ত্রী, তপেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তেজস্বানন্দজী এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সাধু সন্ন্যাসী।

শ্রী ব্র্যানন পার্কার তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করে বলেন যে তিনি ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত। তাই ভারতের উন্নতির কাজে তিনি নিবেদিত। উন্নতির জন্য প্রথমেই চাই সামাজিক নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা। ব্র্যানন বলেন, হিন্দু সংহতির মধ্যে সেই ক্ষমতা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে অনেকবার জয় শ্রীরাম ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তাঁর লিখিত বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছিল। লন্ডন থেকে আগত ড. গৌতম সেন বলেন যে তিনি মাঝে মাঝেই ভারতে আসেন। কিন্তু আজ প্রথম তিনি অনুভব করছেন যে তিনি তার মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছেন। মাঠের ঐ হাজার হাজার উৎসাহী যুবক কে দেখে তিনি নিজের মনে অনেক বল পাচ্ছেন ও বাংলাকে বাঁচানোর যাবে এই আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন।

ধানবাদের ডাঃ নীলমাধব দাস বলেন যে শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয় আজ সারা পূর্ব ভারতই ইসলামিক আগ্রাসনের শিকার হতে চলেছে। তাই সমস্ত রাজ্যেই হিন্দু সংহতির মত সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। স্বামী তেজসানন্দজী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের পর মুসলিম তোষণ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। এই তোষণনীতি বন্ধ না করলে বাংলাকে বাঁচানো যাবে না। শ্রী রমেশ সিন্ধে ও শ্রী যোগেশ শাস্ত্রী সংহতি নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানান তাদের নির্ভীক ও সাহসী পদক্ষেপের জন্য। সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ বলেন যে, সভার আগের কয়েকদিনের ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মমতা ইন্দিরা

শেষাংশ ২ পাতায়

চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর নেপথ্য কাহিনী

হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবস ১৪ই ফেব্রুয়ারী। এবছর ছিল চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। বিগত তিন বছর সুষ্ঠু ভাবে ১৪ই ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান পালিত হবার পর এবছর যেন ঝড় বয়ে গেল। এর নামই তো পরিবর্তন! তবে সেই পরিবর্তনের সব মতলবী বাধাকে অতিক্রম করে জয়ী হল হিন্দুর সংকল্প শক্তি 'হিন্দু সংহতি'।

প্রত্যেক বছরের মত এবছরও অনেক আগে থেকেই সভার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে। সব প্রস্তুতি এগোচ্ছিল ঠিক ভাবে। ফেব্রুয়ারীর ৮ তারিখে মাথায় বজ্রাঘাত। ঐ দিন রাত্রি আটটার সময়—সংহতির কার্যালয়ে সরকারী প্রতিনিধি এসে ধরিয়ে দিয়ে গেল দুটি চিঠি। বোঝা গেল সরকার কী তৎপর। রাত আটটায় চিঠি ডেলিভারী করছে। একটি চিঠি কলকাতা কর্পোরেশনের। তার উদ্যান বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লিখেছেন যে বিশেষ কারণে হিন্দু সংহতিকে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সভা করার অনুমতি বাতিল করা হল। আর একটি চিঠিতে লালবাজার থেকে জয়েন্ট পুলিশ (সদর) কমিশনার জাভেদ শামিম জানিয়েছেন যে, যেহেতু কলকাতা কর্পোরেশন অনুমতি বাতিল করেছে তাই কলকাতা পুলিশও হিন্দু সংহতির সভা করার অনুমতি বাতিল করল।

এইরকম একটা পরিস্থিতির জন্য তৈরী না থাকলেও, প্রতিমুহূর্তেই বিপদ ও অনিশ্চিয়তার মুখোমুখী হওয়ার নামই তো হিন্দু সংহতি। তাই সভার আগে ঐ দুটি চিঠি পেয়েও সংহতি নেতৃত্বের নাড়ী ছেড়ে যায়নি। তাই ৯ তারিখে সারাদিন ধরে পুলিশ ও কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে চেষ্টা করা হল বিকল্প স্থান পাওয়ার। বোঝা গেল কলকাঠি নড়ছে কোন এক বিশেষ জায়গা থেকে। সুতরাং আবেদন নিবেদনে কাজ হবে না, তাই সংঘাতে যেতেই হবে। ১০ তারিখেই কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন করা হল বিচারপতি ইন্দিরা ব্যানার্জ্জী এর এজলাসে। হিন্দু সংহতির পক্ষে মামলা লড়লেন বিখ্যাত আইনজীবি অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জী। মহামান্য বিচারপতি কর্পোরেশনের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ দিলেন। সেই আদেশ নিয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে যাওয়া হল। তার আগেই স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার মাঠে তালা লাগিয়ে গিয়েছেন যা কোনদিন হয়নি। এমনকি পাড়ার ছেলেদের খেলাধূলাও বন্ধ। স্টে অর্ডার পেয়ে মাঠের তালা খুলল মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু হল। কিন্তু ১০ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার আবার কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ এসে কাজ বন্ধ করে দিল এবং মাঠে তালা লাগিয়ে দিল। শনিবার থেকে

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

পশ্চিমবঙ্গের রাশিতে শনি

পশ্চিমবঙ্গ ও শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জী। কার রাশিতে এখন বৃহস্পতি আর কার রাশিতে শনি বলা কঠিন। অনেকেই আশা করেছিল, পরিবর্তন হলে পশ্চিমবঙ্গের রাশিতেই বৃহস্পতি তুঙ্গে উঠবে। কিন্তু খুন ধর্ষণ তোলাবাজি চুরি ডাকাতি পুলিশকে আক্রমণ, আর সদ্য দময়ন্তী সেন—এসব দেখে মনে হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে সেই শনির দশাই চলছে। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে মনে হচ্ছে মমতা হেরে গেলেন। হার মানা তাঁর স্বভাবে নেই। কিন্তু এ রাজ্যে কিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। বিশেষ করে মুসলিম মৌলবাদী শক্তি তাঁকে চাপ দিয়ে নতি শিকার করতে বাধ্য করেছে। ঈদের সময় রেড রোডের নামাজে ইমামরা তাঁকে প্রকাশ্যে ধমক দিলেন। তাঁরা যেমন করে সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন সেই ভাবে মমতাকেও ক্ষমতাচ্যুত করার ভয় দেখানো হল। এর পূর্বে ঘটে গিয়েছে মগরাহাটে হুকিং সরাতে গিয়ে পুলিশকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় পুলিশের গুলি চালানো। তাতে ক্ষতিপূরণ তো দিলেনই, তার পরই মগরাহাটেই বিষাক্ত মদ্যপান করে মৃত্যুতে ১৭১ জন ব্যাক্তিকে দু লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ—শুধু তাদের অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ের বলেই। তাতেও সন্তুষ্ট করা গেল না। তাই সমস্ত ন্যায় নীতি ও চক্ষুলজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে সরকারী খরচে ইমাম সম্মেলন ডেকে উর্দুকে দ্বিতীয় সরকারী ভাষা ঘোষণা করা, ১০,০০০ মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ৩০,০০০ ইমামকে মাসে ২৫০০ টাকা বেতন দেওয়া ও আরো অনেক প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া—এ সবই মৌলবাদী শক্তির কাছে মমতা ব্যানার্জীর আত্মসমপর্ণের লক্ষণ।

এছাড়াও ঘটে গিয়েছে অসংখ্য ঘটনা যার বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। এই বিবরণ পাওয়া যাবে www.hindusamhati.org ওয়েব সাইটে। ঘটে গিয়েছে কুলপিতে থানা আক্রমণ ও পুলিশ কর্মচারীদের পরিবারের মহিলাদের শ্লীলতাহানী, জীবনতলায় পুলিশ আক্রমণ, বিচারাধীন আসামী ও পুলিশের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া, পার্ক স্ট্রিট ও কাটোয়ায় ধর্ষণ, ১৯—২১ মার্চ কলকাতা সহ রাজ্যের বহু স্থানে গাড়ি ও বাস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, কোথাও অপরাধী গ্রেপ্তার না হাওয়া, —এগুলিও মমতার আত্মসমর্পণেরই বহু নিদর্শনের কয়েকটি মাত্র। তাই বিধানসভায় বিপুল সংখ্যাধিক্যের অধিকারী রাজনৈতিকভাবে মজবুত মমতা কখনো একে ধমকাচ্ছেন, তাকে দাবড়াচ্ছেন, কাউকে সরিয়ে দিচ্ছেন (দময়ন্তী সেন), কিন্তু মুসলিম মৌলবাদী শক্তির কাছে তাঁর কোন বীরত্বই খাটছে না। এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলার গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ দরিদ্র হিন্দুদের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। বাংলার হিন্দুরা এই চক্রব্যূহ থেকে বেরতে পারবে কিনা তা বলা খুবই কঠিন। এর জন্য চাই হিন্দুর ঐক্য ও নির্ভীক নেতৃত্ব যে নেতৃত্ব পালাবে না। হিন্দু সংহতি অসংখ্য বাধা ও প্রতিকূলতার সামনে দাঁড়িয়েও গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে বাংলার হিন্দু ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়, তারা লড়তে জানে, কিন্তু ভন্ড ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারীরা এক কৃত্রিম বাতাবরণ সৃষ্টি করে তাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দেয় ও তাদেরকে লড়তে দেয় না ঠিক এইভাবেই হয়েছিল ১৯৪৭-এর দেশ ভাগ ও বাংলা ভাগ। কিন্তু ঘরপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়, তেমনি এবার বাংলার হিন্দুরা ঐ মুখোশধারীদের চিনে নেবে এবং তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন যোগ্য নেতৃত্বকে খুঁজে নেবে। বাংলার হিন্দুদের রাহু মুক্তির এই একটাই উপায়।

কয়েকটি কথা

বিশেষ পরিস্থিতির চাপে তিনমাস পর এপ্রিলে পত্রিকা বের হল। এই তিনমাস পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘটে গিয়েছে বহু ঘটনা। বহুস্থানে হিন্দুর উপর আক্রমণ হয়েছে, হিন্দুর ধর্মস্থানের উপর হামলা হয়েছে, হিন্দুর সম্পত্তি দখল হয়েছে, হিন্দু নারী ধর্ষিতা ও অপহৃত হয়েছে, সংহতি কর্মীদের উপরও আক্রমণ হয়েছে। এরকম বহু খবর সংহতির কার্যালয়ে এসে পৌঁছেচে। অনেক স্থানে সংহতি কর্মীরা এসব ঘটনার প্রতিকারও করেছে। কয়েকজন হিন্দু বোনকে বিধর্মীদের গ্রাস থেকে উদ্ধার করাও সম্ভব হয়েছে। কিছু অপহরণকারীকে জেলে পাঠানোও সম্ভব হয়েছে। এই সমস্ত খবর পত্রিকায় দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে বেশ কিছু রিপোর্ট ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

www.hindusamhati.org এবং http://southbengalherald.blogspot.com সাইট দুটিতে খবরগুলি পাওয়া যাবে।

১ম পাতার শেষাংশ

বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে সফল অনুষ্ঠান

গান্ধীর মত স্বৈরতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছেন এবং হাইকোর্টের রায়কে অমান্য করে তাঁর প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজত্ব স্থাপন করেছে। এর পরিণাম পশ্চিমবঙ্গের জন্যে হবে ভয়াবহ। হিন্দু সংহতি সংকল্পবদ্ধ যে আগ্রাসী ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি ও তার তোষণকারী এজেন্টদের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে যে কোন প্রকারের মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকবে সংহতি কর্মীরা। সভা চলাকালীনই মঞ্চে খবর আসে যে সভার শেষেই তপন ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হবে, তার জন্য পুলিশ তৈরী হয়ে আছে। এই খবর পেয়েই তপন ঘোষ ঘোষণা করেন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করবেন। তার জন্য পুলিশের জাল পাতার দরকার নেই। সেই কথামত সভার শেষে তিনি পুলিশের কাছে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকশো যুবক এগিয়ে গিয়ে বলেন যে তাদেরকেও গ্রেপ্তার করতে হবে। সেই দৃশ্য দেখে পুলিশ পিছিয়ে যায়। তিনি বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পুলিশের সাহস হয় না। তখন তপন ঘোষ পায়ে হেঁটে রওনা দেন সংহতি কার্যালয়ের দিকে। তাঁর সঙ্গে প্রায় তিনশ যুবক শ্লোগান দিতে দিতে চলতে থাকে। হয়ে গেল এক অঘোষিত মিছিল। কার্যালয়ের সামনে পৌঁছে তাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠানো গেল। রাত্রি সাড়ে নটার সময় যাদবপুর থানার পুলিশ যখন কার্যালয়ে এল তখন তৈরী হয়েই বসে ছিলেন সংহতি সভাপতি। যাদবপুর থানার ওসি নিজে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন, পরদিন ১৫ তারিখ তাঁকে আলিপুর আদালতে তোলা হল। তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ হল তাই তাঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হল। আদালত থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী জামিন পেয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তিনি জেল থেকে বের হলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এস এম এস

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন সত্যিই হয়েছে। যা কোনদিন হয়নি তাই হল। রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ গত ২১ ও ২২ শে মার্চ তাদের মোবাইল ফোনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এস.এম. এস. পেলেন। জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রীর মেসেজ পেয়ে ভাগ্যবানেরা তো খুবই আনন্দিত। কিন্তু বেশ খানিকটা ধন্দেও পড়ে গেলেন। মেসেজের অর্থটা সহজ হলেও কারণটা বুঝতে পারলেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী আবেদন জানিয়েছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে ও শান্তি কায়েম রাখতে। সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য হঠাৎ আবেদন করার দরকার হল কেন—বেশীরভাগ মানুষই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ২০ মার্চ রাত্রি থেকে টিভি—র বিভিন্ন চ্যানেলেও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ও আবেদন প্রচারিত হতে থাকল। এখানে আর একটু বিশদ।

১৯শে মার্চ কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার এন্টারটেনমেন্ট পাতায় একটা কার্টুন ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। ছবিটার সঠিক মানে বোঝা মুশকিল। নগ্ন এক মহিলা মডেল দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে ধরা ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণের একটি বড় বাঁধানো ছবি। কিন্তু নারায়ণের মুখের জায়গায় শচীন তেন্দুলকরের মুখ। আর সেই ছবির সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সাজদা করছে এক পাকিস্তানী ক্রিকেটার। তাকে চেনা যাচ্ছে না। শুধু তার পোষাক দেখে মনে হচ্ছে পাকিস্তানী খেলোয়াড়। ব্যাস, এতেই খেপে গেল ইসলামপ্রেমীরা। অথচ ক্ষিপ্ত হওয়ার কথা ছিল হিন্দুদের। কারণ, একে তো হিন্দুর দেবতার মুখের জায়গায় শচীনের মুখ বসানো হয়েছে। তার উপর সেই ছবি নগ্ন মডেলের হাতে ধরানো হয়েছে। কিন্তু হিন্দুরা খেপেনি। তাদের রক্ত তো ঠান্ডা। তাছাড়া বিগত এক হাজার বছর ধরে হিন্দু ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র, ও দেবদেবীর উপর আক্রমণ দেখতে দেখতে তাদের রক্তে সয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ রাজ্যের মুসলিমরা কেন খেপে গেল? ওখানে তো ইসলাম ধর্মের কোন চিহ্নই নেই। দেবতার সামনে প্রণামের ভঙ্গিতে সাজদা করছে এক পাকিস্তানী খেলোয়াড়। এতে পাকিস্তান প্রেমীরা চটে যেতে পারে, ভারতের মুসলিমরা কেন চটবে? পাকিস্তান ক্রিকেট দলে তো একজন হিন্দু খেলোয়াড়ও ছিল।

১৯ মার্চ ওই ছবি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় মুসলিমরা রাস্তাঘাটে ভাঙচুর শুরু করল। ২০ মার্চ সকালে টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রথম পাতায় ওই ছবির জন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাতেও ভবি ভোলার নয়। ২১ মার্চ শুরু হল কলকাতার রাস্তায় বিক্ষোভের নামে অবরোধ ও ভাঙচুর। পার্ক সার্কাস, সি. আই. টি. রোড, মল্লিকবাজার এবং আরও কয়েকটি স্থানে প্রচুর বাস ও গাড়ী ভাঙচুর হল। সন্ধ্যার পর ওইসব রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ। রাস্তাঘাটে বের হওয়া মানুষ পড়ল চরম কষ্টে। শিয়ালদা ও মৌলালী থেকে হাজার হাজার মানুষকে প্রাণ হতে করে হেঁটে যেতে হল। ওইদিনই বসিরহাটেও কয়েকটি স্থানে উত্তেজনা ও অবরোধ। ২১ তারিখে সকাল থেকেই রাজাবাজার রণক্ষেত্র। উত্তেজনা আগে থেকেই ছিল। তার উপর একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাস্তায় বহু বাস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। রাজাবাজার ট্রামডিপোর উপরেও হামলা। সব মিলিয়ে ক্ষতি হল লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি।

এতগুলি স্থানে এত ঘটনা ঘটে গেল, অথচ কোন খবরের কাগজে কোন খবর নেই। নেই কোন টিভি চ্যানেলে সংবাদ। কারণ মুসলিমরা হিন্দুদের উপর বা সরকারী সম্পত্তিতে আক্রমণ করলে, ধ্বংস করলে সে খবর দিতে নেই। এটাই মিডিয়ার ধর্মনিরপেক্ষতা। তাই, সাধারণ মানুষ এসব ঘটনার কোন খবর জানতে না পেরেই, মুখ্যমন্ত্রীর এস. এম. এস. পেয়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কোন তাৎপর্য বুঝতে না পেরে হিন্দু সংহতির দপ্তরে বহু ফোন আসতে লাগল। যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে তাদেরকে ঘটনাবলী জানানো হল।

এই তিনদিনের তান্ডবে একজনও দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে কোন খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিলেন যারা ইন্টারনেট অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ওই কার্টুন ছবিটি ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দেওয়ার। সুতরাং তাঁর হুমকি দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় আছে, আর কোথায় তিনি ক্ষমতাহীন—রাজ্যবাসী ধীরে ধীরে তা বুঝতে পারছে।

ওই কার্টুন ছবিটির প্রসঙ্গ একটু খোলসা করা যাক। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বিলেতের একটি পত্রিকায় এক অভিনেত্রীর ছবিসহ একটা খবর বেরিয়েছিল। সেই খবরটি থেকে জানা গিয়েছিল যে এতদিন ক্রিকেটের সাট্টাবাজ বা জুয়াড়িরা গোপনে ক্রিকেটারদেরকে টাকা দিয়ে ম্যাচকে প্রভাবিত করে ও ম্যাচ গড়াপেটা করে। কিন্তু উক্ত খবরে দাবী করা হল যে, কিছু অভিনেত্রী ও মডেলকে ব্যবহার করে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদেরকে প্রভাবিত করেছে জুয়াড়িরা। এই খবর প্রকাশের পরে খুবই হৈ চৈ হয়েছে। প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু তার পরেই পাকিস্তান একটি ম্যাচ হেরে গেল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই অনেকে দুয়ে দুয়ে চার করল। সেই প্রসঙ্গেই এই কার্টুন। কার্টুনের অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, একদিকে ক্রিকেটের দেবতা হয়ে গেছে শচীন তেন্ডুলকর, অন্যদিকে নারীদেহের কাছে বিকিয়ে যাচ্ছে পাক প্লেয়াররা। কিন্তু তাতে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এমন বিরূপ ও বিপুল প্রতিক্রিয়ার কারণ কী?

জাল নোট ও ভারতের অর্থনীতি

ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে তছনছ করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তান যে জাল নোট দিয়ে ভারতকে ছেয়ে ফেলছে—তা চালান করছে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তা দিয়ে। কারণ ভারতবর্ষের ৩০টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই পাকিস্তানের কাছে সবচেয়ে বন্ধুরাজ্য। এই রাজ্যেই পাক-বন্ধুরা সব থেকে বেশী সংখ্যায় আছে। তাইতো এ রাজ্যের দুটি সীমান্তবর্তী জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদকে এই কাজে সব থেকে বেশী ব্যবহার করা হচ্ছে। এই তথ্য জানা গিয়েছে এন. আই.এ-র তদন্ত থেকে। এন. আই. এ. অর্থাৎ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি গঠন করেছে ভারত সরকার জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলা করার জন্য। গত জানুয়ারী মাসে এন. আই. এ, বি.এস.এফ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা দপ্তর একযোগে অভিযান চালিয়ে জাল নোট চালানোর অভিযোগে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। মালদা জেলার কালিয়াচকের জামশেদটোলা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া মরগেন হোসেন এবং রাকিব শেখকে জেরা করে এন. আই. এ. সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে পাকিস্তান সমস্ত জাল নোট বাংলাদেশ ও নেপালের সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাঠাচ্ছে। ওই দুজনের কাছে সূত্র পেয়ে এন.আই.এ ৯.৮৫ লক্ষ টাকার জালনোট সহ গ্রেপ্তার করে ইমরান ও জেনাবকে উত্তরপ্রদেশের মজঃফরনগর থেকে। তাদেরকে জেরা করে জানা যায় যে তারা জাল নোট পায় ইকবাল কানা-র কাছ থেকে। ইকবাল কানা পায় দুবাইয়ের মহম্মদ আশরফের কাছ থেকে।

আরও তদন্তে জানা যায় যে পাকিস্তানে ছাপা ভারতীয় জাল নোট প্রথমে যায় দুবাই। সেখান থেকে বাংলাদেশ ও নেপাল। সমস্ত জাল নোটের মধ্যে ৭০ শতাংশ নোটই বাংলাদেশ সীমান্ত পার

শেষাংশ ৪ পাতায়

ইমামদের দান খয়রাতি, মমতা ব্যানার্জ্জী ও পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য

তপন কুমার ঘোষ

মমতা ব্যানার্জ্জী সব সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বড় বড় কথা বলে ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির কাছে তিনি অত্যন্ত লজ্জাস্কর আত্মসমর্পণ করলেন। এই নির্লজ্জ তোষণ পশ্চিমবঙ্গের যে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করবে—তা অতি সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জ্জী ও তাঁর স্তাবকবৃন্দ সে কথা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ত্রিশ হাজার ইমামকে মাসে ২৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করলেন মমতা গত ৩-এপ্রিল কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ইমামদের সভায়। সব সীমা ছাড়িয়ে গেল না কি? সরকার ডাকছে ইমামদের সভা সরকারি খরচে। সরকারের এই অধিকার আছে কি? ইমাম কাকে বলে? যিনি মসজিদে নামাজ পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় ইমাম। অর্থাৎ তাঁরা একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকর্তা। কোন একটি মাত্র সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিদের জন্য সভার আয়োজন করা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান অনুমোদন করে কি? এই যদি ধর্মনিরপেক্ষতা হয় তা হলে সাম্প্রদায়িক কাকে বলে—কুণাল ঘোষরা জনগণকে বুঝিয়ে বলবেন কি? ইমামদের কাজ মসজিদে নামাজ পরিচালনা। তার সঙ্গে সরকার পরিচালনার কী সম্পর্ক? ইমামদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়া সরকারের কোন্ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে? ইমামরা গরিব একথা মমতা দেবীর সরকার কি করে জানলেন? বিগত দশ বছরে সারা পশ্চিমবঙ্গে মসজিদগুলোর চাকচিক্য বেড়েছে না কমেছে? মসজিদগুলির আয়তন ও তলা (Floor) বেড়েছে না কমেছে, মসজিদের সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে? যে কেউ খোলা চোখে তাকালে দেখতে পাবেন, সারা রাজ্যবাপী মসজিদের সংখ্যা ও জৌলুসের বিপুল বাড়বাড়ন্ত। তা হলে তার ইমামরা গরিব হয় কি করে? কোন সরকারী বা বেসরকারী সার্ভে হয়েছে কি? সেই সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে কি মমতা দেবী জেনেছেন যে ইমামরা গরিব! এমনকি যে সাচার কমিটির সুপারিশের দোহাই দিচ্ছেন মমতা, সেই সাচার কমিটিও সাধারণ মুসলমানের আর্থিক অবস্থার কথা বলেছে, ইমামদের নয় অথচ মমতা দেবী জেনে গেলেন যে, আহা-রে ইমামরা বড় কষ্টে আছে। শুধু জেনেই গেলেন না, তার উপর বছরে ৯০ কোটি টাকার দান খয়রাতি খুলে দিলেন—এটা কি হবু চন্দ্র রাজা আর গবু চন্দ্র মন্ত্রীর রাজ্য হয়ে গেল নাকি! এই কি পরিবর্তন?

আর ইমামরা যদি কষ্টেই থাকেন তার দায় কার? কি ভাবে সরকারের উপর তার দায় বর্তায়? তাদেরকে ইমাম হতে কে বলেছে? মুসলমান বলে কোনো কাজের দরজা কি তাদের সামনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই ভারতবর্ষে? সব কাজই তো খোলা আছে তাদের জন্য। তারা চাকুরী করতে পারেন, ব্যবসা করতে পারেন, চাষ করতে পারেন, শিক্ষকতা করতে পারেন, তা হলেই তো তাদের রোজগার থাকে। সেই সব পথ ছেড়ে তারা তো স্বেচ্ছায় ইমাম হয়েছেন। নিশ্চয় তাদের ধর্মের টানে। তা হলে তাদের দায়িত্ব সরকারের উপর কি করে পড়ে? সরকার কি তার মন্ত্রী ও বিধায়কদের মাইনের টাকা থেকে রাজ্যের এই ৩০ হাজার ইমামকে ভাতা দেবে? তা তো দেবে না। দেবে জনগণের পয়সা থেকে। সে অধিকার সরকারকে কে দিল—ক্ষমতার জন্য, গদির লোভে, সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলমানদের এই নগ্ন তোষণ করতে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের এই রকম ভাবে নয়ছয় করা—মমতা দেবী মানুষ এটা মেনে নেবে না।

তোষণের সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সি.পি.এম ও—তাই করেছে। তারা রাজ্যের মুসলমানদের জন্য 10 % চাকুরীতে সংরক্ষণ চালু করে গিয়েছে। আমাদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়া যাবে না, তাই আইনের ফাঁক খুঁজে বের করে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত মুসলমানকে অতি ও.বি.সি. তালিকাভুক্ত করে ওদেরকে সংরক্ষণ পাইয়ে দিয়েছিল সি.পি.এম। মমতা দেবীও একটি টাস্ক ফোর্স তৈরী করেছেন কি ভাবে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে কলা দেখিয়ে মুসলমানদের জন্য সরকারী কোষাগার খুলে দেওয়া যায়। মমতা দেবীর এই নির্লজ্জ সর্বনাশা পদক্ষেপ দেখে সাধারণ হিন্দু, হিন্দু ব্রাহ্মণ, পূজারী পুরোহিতরা ভাবছেন যে তাঁরা কি বানের জলে ভেসে এসেছেন, নাকি তাঁরা সৎ-মায়ের সন্তান, নাকি তাঁরা এরাজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আর যাদের আর একটু বেশী দূরদৃষ্টি আছে তারা বুঝতে পারছেন এ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তান তৈরীর পথে আর একটা বড় পদক্ষেপ। আমরা বহুবার বলেছি 'যে অন্ধ সে দেখিতে পাইতেছে না পশ্চিমবঙ্গের আকাশে পাকিস্তানের কালো মেঘ, যে বধির সে শুনিতে পাইতেছে না বাংলার পথে প্রান্তরে পাকিস্তানের পদধ্বনি'। এই সদ্য ১৯/২০/২১ মার্চও টেলিগ্রাফ পত্রিকায় একটি কার্টুন প্রকাশকে কেন্দ্র করে হয়ে গেল তার সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনী। মিডিয়া চেপে গেল। তাই দূরের মানুষ জানতে পারল না। কিন্তু পার্ক সার্কাস, মল্লিকবাজার, রাজাবাজার, টিকিয়াপাড়া, বসিরহাটের হিন্দুরা দেখল সেই তাণ্ডব। বহু বাস—গাড়ি ভাঙচুর হল, রাস্তা বন্ধ থাকল ঘন্টার পর ঘন্টা। মানুষের দুর্দশা চরম হল। মমতার পুলিশ কোথায়? তারা সব রকমের সংকেত পেয়ে গিয়েছে যে তাদেরকে কী করতে হবে। মুসলমানের সব অন্যায় অবৈধ কাজকে প্রোটেকশান দিতে হবে আর হিন্দু পেটাতে হবে।

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের এই ইমাম সম্মেলন থেকেও কি এই সংকেত গেল না? সেখানে উপস্থিত পুলিশের বড় বড় অফিসাররা দেখলেন সরকারী পয়সায় আয়োজিত সম্মেলনে নাড়া (শ্লোগান) উঠল 'নারায়ে তক্‌বির আল্লাহু আকবর'। তারা শুনলেন আচ্ছালাম আলেকুম, ইনসাল্লা, শোভানাল্লার-র ছড়াছড়ি। এই পুলিশ অফিসাররা কি বুঝে গেলেন না যে থানায় গিয়ে তাঁদেরকে কী করতে হবে? তাইতো ১৪-ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির সভায় পুলিশের লাঠি আর ১৫ই ফেব্রুয়ারী জামাত-ই—ইসলামের সভায় দূর থেকে কর্মব্যস্ত মমতার শুভেচ্ছা ও আশ্বাসবাণী। আজকের প্রজন্মের যুবসমাজ বুঝতে পারবে না, প্রবীণরা বুঝছেন সাতচল্লিশ পূর্ব সুরাবর্দীর রাজত্ব পুনরায় কায়েম করেছেন মমতা ব্যানার্জ্জী। ঠিক তার পরের পর্যায়ই তো পাকিস্তান। বাংলার হিন্দু, আর একবার প্রস্তুত হও সেই বিভীষিকার সামনে দাঁড়াবার জন্য। মমতা ব্যানার্জ্জীর রাজনৈতিক পূর্বসরীরা সুজলা সুফলা পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান করেছিলেন। তাঁদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরী মমতা দেবী এবার পশ্চিমবঙ্গকেও পাকিস্তানে পরিণত করে কায়েদ-ই আজম জিন্নার স্বপ্নকে পুরো করবেন। দক্ষিণ কলকাতাবাসীরা একবার ভাবুন, দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের সাংসদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী একবার এই পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিলেন। আজ সেই এলাকারই সাংসদ ও বিধায়ক মমতা দেবী শ্যামাপ্রসাদের সেই কাজকে ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলার হিন্দুর সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

বনগাঁ সীমান্ত অরক্ষিত, বি এস এফ মার খাচ্ছে, গ্রামবাসীরা লড়ছে

এক অদ্ভূত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বনগাঁ থানার অন্তর্গত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামগুলিতে। সারা দেশের মানুষ জানতেই পারছে না যে আমাদের সীমান্ত অরক্ষিত। ভারতের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন।

ভারত বাংলাদেশের বর্ডার পেরিয়ে চোরাচালান বরাবরই হয়, এখনও হচ্ছে। এটা কোন নতুন কথা নয়। উভয় দেশেরই প্রশাসন ও বি এস এফের একাংশ ঘুস খেয়ে স্মাগলারদের সাহায্য করে। ভারত থেকে বাংলাদেশে কী না যায়? চাল, চিনি থেকে শুরু করে তেল সাবান ছুঁচ ওষুধ সাইকেল মোটরবাইক সব কিছু যায়। ওয়াকিবহাল লোকেরা জানেন যে মাত্র তিনদিন ভারত থেকে চাল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশের লোক শুকিয়ে মরবে। তবে বর্তমানে সব থেকে বড় চোরাচালান হচ্ছে গরু। বর্ডারের বিভিন্ন স্থান দিয়ে প্রতিদিন দশ হাজারেরও বেশী গরু পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। ভারতের গোসম্পদ তো চলে যাচ্ছেই। তার উপর ভারত সরকার এই শত শত কোটি টাকার ব্যবসার উপর কোন ট্যাক্স আদায় করতে পারছে না। অথচ নির্লজ্জ বাংলাদেশ সরকার এই চোরাচালানের গরুর উপরেই প্রতি গরু ৩০০ টাকা ট্যাক্স আদায় করছে।

এই চোরাচালানে এখন একটা নতুন পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। আগে শুধু স্মাগলাররা ও তাদের লোকেরা এপার থেকে গরু নিয়ে যেত একটি নির্দিষ্ট রুট দিয়ে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে শত শত সাধারণ মুসলমান রাত্রে এদেশে ঢুকে পড়ছে গরু নিয়ে যেতে। মাত্র একটা গরু এপার থেকে নিয়ে গিয়ে ওপারে বিক্রি করে দিলে সব দিয়ে থুয়েও তিন হাজার টাকা (বাংলাদেশী টাকা) লাভ থাকে। তাই আসছে বাংলাদেশী সাধারণ মুসলমান। পাঠক

ভাবছেন—তারা আসছে কী করে? সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া, বি এস এফ—এসব কি নেই? না, নেই। বহু স্থানে নদী বা বাওড় (বিশাল বদ্ধ জলাশয়, বিলের মত) আছে দুই দেশের মাঝে। দুপারেই জনবসতি, তাই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি। আর যেখানে বেড়া আছে সেখানে মই লাগিয়ে চলে আসছে। তার উপর নতুন কাহিনী বিএসএফের। মৈত্রী করতে গিয়ে বাংলাদেশের আবদার মেটাতে বিএসএফ-কে গুলি চালাতে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছে ভারত সরকার। কোন পরিস্থিতিতেই বিএসএফ গুলি চালাতে পারবে না। একথা কি জানতে বাকী থাকে? সুতরাং, বর্ডার এখন উন্মুক্ত। প্রায়ই রাত্রে ওপার থেকে লোক ঢুকছে হু হু করে। হাতে তাদের লাঠি, দা, কাটারি ও আগ্নেয়াস্ত্র। বি এস এফের হাতে তো লাঠি বা কাঁদানে গ্যাস নেই। তাদের হাতে বন্দুক আছে, কিন্তু বন্দুক চালাতে পারবে না। তারা ২—৩ জন করে একসঙ্গে বর্ডারে টহল দেয়। তাই যখন বাংলাদেশের ৫০—১০০ জনও ঢোকে, তারা প্রাণ বাঁচাতে অথবা লজ্জায় দূরে সরে যায়। আর বাংলাদেশীরা এপারে গরু রাখার আস্তানাগুলি থেকে গরু নিয়ে যায়। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। কোন জায়গাতে বিএসএফ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সশস্ত্র বাংলাদেশীদের হাতে মার খায়। এখন সমস্যাটা হল এই, আগে স্মাগলাররা একটা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে গরু নিয়ে যেত। সেই পথে যেসব চাষের জমি পড়ে, তার মালিকদের তারা বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধরে দিত। জমির মালিকরা ইচ্ছা না থাকলেও ওই টাকা নিয়ে চাষ বন্ধ রাখতে বাধ্য হত। কিন্তু এখন যে সাধারণ মোল্লারা আসে, তারা তো ওইসব নির্দিষ্ট পথ জানে না, জানলেও পরোয়া করে না। তারা গরু নিয়ে আমাদের গ্রামবাসীদের সমস্ত চাষের জমির উপর দিয়ে খেতের ফসল নষ্ট করে মাড়িয়ে চলে যায়। সীমান্তের বহু গ্রামের সমস্ত মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমনকি বাড়ীর উঠানের উপর দিয়েও তারা নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের গ্রামবাসীরা অসহায়। আর এপারে যারা গরুর আস্তানা তৈরী করে সাপ্লাই দিচ্ছে, তাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক বেশী। তাই তাদের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা গ্রামবাসীদের নেই।

এইরকম অবস্থায় বর্ডারে মানুষ চরম বিপন্ন। তখনই এগিয়ে গিয়েছে হিন্দু সংহতি। সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিচ্ছে গ্রামবাসীদের। সশস্ত্র বাংলাদেশীদের সঙ্গে সোজাসুজি লড়াই করছে। এছাড়া কোন উপায় নেই। কিছু বাংলাদেশী পালের গোদাকে ধরে নিয়ে গ্রামবাসীরা উত্তম মধ্যম দিয়ে বিএসএফের হাতে তুলেও দেওয়া হয়েছে।

প্রতিদিন যে হাজার হাজার গরু পাচার হয়, সেগুলি অনেক দূর থেকে হাঁটিয়ে আনা হয়। প্রায়ই ওই গরুগুলি অভুক্ত থাকে। ফলে তারা প্রচন্ড ক্লান্ত হয়ে যায়। সেই অবস্থায় যখন তাদেরকে নদী বা বাওড় সাঁতার দিয়ে পার করানো হয়, তখন ক্লান্তিতে বেশ কিছু গরু মারা যায়। সেই মরা গরুগুলি ওই জলাশয়ে পড়ে থেকে পচে যায় ও দুর্গন্ধ বের হয়। গ্রামবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদেরকে নাকে কাপড় দিয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে হয়।

এরকম দুঃসহ পরিস্থিতিতে কাটছে সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীদের জীবন। তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শোনার তো কেউ নেইই। এমনকি ভারত সীমান্তের নিরাপত্তা যে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে—এদিকে নজর দেওয়ার সময় ও মানসিকতা দিল্লীর নেই। সবাই শুধু নিজের গদি বাঁচাতে আর টাকা কামাতে ব্যস্ত।

চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিভিন্ন দৃশ্য

১ম পাতার শেষাংশ

চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর নেপথ্য কাহিনী

পুলিশ সংহতির কার্যালয় পাঁচ নম্বর ভুবনধর লেন প্রায় ঘিরে ফেলল। এর পূর্বেই ৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি দুটোয় পুলিশ সেখানে হানা দিয়েছিল সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষকে গ্রেপ্তার করার জন্য সভার জন্য প্রচারিত একটি হ্যান্ডবিল নিয়ে যাদবপুর থানা কোন অভিযোগ ছাড়াই সুয়োমটো কেস করেছে তপন ঘোষ, প্রকাশ চন্দ্র দাস ও রঞ্জিত করের বিরুদ্ধে। তাই তপন ঘোষকে ধরতে কার্যালয়ের দুদিকে সারাক্ষণ স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ দাঁড়িয়ে। কার্যালয় থেকে কোন প্রস্তুতির কাজ করা যাচ্ছে না, ছয় তারিখ থেকেই প্রতিদিন তপনদা কে স্থান পালটে পালটে রাত কাটাতে হচ্ছে, আর সারাদিন কাটছে গাড়িতে বসে মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন ইউনিটে যোগাযোগ করতে করতে। তারও আগে বেশ কয়েকটি স্থানে পোস্টার ও হ্যান্ডবিল নিয়ে সংহতির কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। জেলাগুলিতে কয়েকটি থানার পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে মুসলমানদেরকে দিয়ে পোস্টার ছিঁড়িয়েছে। তাই সংহতির বিভিন্ন শাখাগুলিতে কিছুটা সংশয় ও অনিশ্চয়তা তৈরী হয়েছিল যে মুসলিম তোষণকারী মমতা ব্যানার্জীর সরকার আদৌ সভা করতে দেবে কিনা।

ফেব্রুয়ারীর ১১ ও ১২ তারিখ ছিল শনি ও রবিবার। তাই কলকাতা পুলিশ ও কর্পোরেশন গাজোয়ারি দেখিয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশকে অগ্রাহ্য করছে দেখেও কিছু করা গেল না। মাঠের কাজও বন্ধ থাকল। ১৩ তারিখ সোমবার স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে কর্পোরেশন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির এজলাসে আবেদন করল। প্রধান বিচারপতি জয়নারায়ণ প্যাটেল ও বিচারপতি সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী সরকারি উকিলকে তিরস্কার করে আপিল খারিজ করে দিলেন। সেই আদেশের কপি নিয়ে এডভোকেট রাহুল কর্মকার মাঠে এসে পুলিশকে তালা খুলে দিতে বললেন। ততক্ষণে বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি ও ক্যামেরাম্যানরা এসে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে দিল্লীর সুদর্শন টিভির ক্যামেরাম্যানও আছেন। মাঠের বাইরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার বললেন যে, উপরের আদেশ নেই মাঠে সভা করতে দেওয়া হবে না। সভার দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকালেই মাঠে নেমে গেল র‍্যাফ। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে মোতায়েন হল প্রচুর পুলিশ ও খালি বাস। পুলিশ জানিয়ে দিল যে হিন্দু সংহতির মিছিল হলেই সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে। মাঠে সকাল বেলাতে জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার জাভেদ শামিম এসে উপস্থিত সংহতির কার্যকর্তাকে ধমক দিয়ে বললেন যে কোন ভাবেই সভা করতে দেওয়া হবে না এবং সভা করার চেষ্টা করলে পরিণাম খারাপ হবে। তারপর পুলিশই মিথ্যা করে রটিয়ে দিল যে, হাইকোর্ট মাঠের অনুমতি দিলে কি হবে মাঠের বাইরে ১৪৪ ধারা জারি হয়ে গেছে। ওখানে একসঙ্গে লোক আসলেই গ্রেপ্তার করা হবে। সুতরাং বোঝা গেল যে সংহতির সভা বানচাল করতে প্রশাসন গাজোয়ারী, ছলাকলা সবকিছুরই আশ্রয় নিচ্ছে। ঐ দিনই হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে আবার সংহতির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হল। দুপুর ১২টায় হাইকোর্টের রায় পাওয়া গেল বিচারপতি জয়ন্ত বিশ্বাস কলকাতা কর্পোরেশন, পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর), স্থানীয় কাউন্সিলার ও মুচিপাড়া থানার ওসিকে আদেশ দিলেন যে হিন্দু সংহতি যেন ঐদিন বেলা ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সভা করতে পারে তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে। সেই আদেশের কপি নিয়ে অ্যাডভোকেটের ক্লার্ক ছুটে এলেন মাঠে। সেই কপি ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের হাতে ধরানোর পরেও তারা যেন একান্তই অনিচ্ছুক। কিন্তু তৃণমূল কাউন্সিলার সঞ্চিতা মণ্ডল ততক্ষণে মাঠের তালা খুলে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে শিয়ালদহ স্টেশনে পুলিশ সংহতির প্রথম দুটি মিছিলকে আটকালেও জনতার চাপ বাড়তে থাকায় তারাও পিছিয়ে গিয়েছে। হাইকোর্টের আদেশের খবরও ততক্ষণে তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সুতরাং শিয়ালদহ থেকে সংহতির সদস্যদের প্রথম মিছিল এসে পৌঁছল বেলা প্রায় ১টায়। সেই মিছিল যখন মাঠে ঢুকল তখন খালি মাঠে শুধু মঞ্চের কাঠামোটা বাঁধা আছে। সজ্জাতো দূরের কথা, মঞ্চে কাপড়টুকুও পর্যন্ত বাঁধা হয়নি। আসা শুরু হয়ে গেল একের পর এক মিছিল আর গাড়ি। ইতিমধ্যে পুলিশের চোখ এড়িয়ে মাঠে ঢুকে পড়েছেন তপন ঘোষ। ভিড় যতই বাড়ছে পুলিশের চেহারাও পালটে যাচ্ছে। র‍্যাফকে পাঠিয়ে দিল মাঠের পিছনে। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ হম্বিতম্বি বন্ধ করে কেঁচোর মত গুটিয়ে গেল, তখনও মাঠে ও মঞ্চে মাইক নেই। সংহতি নেতৃত্ব শুধু ঝান্ডা নেড়ে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। হাইকোর্ট থেকে সভার অনুমতি সত্বেও পুলিশ চূড়ান্ত বদ্‌তমীজী করে মাইক ঢুকতে দিচ্ছে না। সংহতি কর্মীদেরকে রীতিমত লড়াই করে মাঠে মাইক ঢোকাতে হল। ইতিমধ্যে দেশ ও বিদেশের আমন্ত্রিত অতিথিরা এসে গিয়েছেন। মঞ্চে তাঁদেরকে বসতে দেওয়ার জন্য মঞ্চে একটাও চেয়ার পর্যন্ত আনা যায়নি। তাঁরাও মঞ্চে দাঁড়িয়ে। আর সংহতি কর্মীরাই মঞ্চের পিছনে গেরুয়া কাপড় লাগচ্ছে, ফেস্টুন টাঙাচ্ছে, কয়েকজন মাইক সেট করছে, কয়েকজন মাইকের হর্ণগুলো মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাগানো গেল না ভারতমাতার ছবি। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ছাড়াই শুরু হয়ে গেল সভার কাজ, তখন বেলা আড়াইটা।

পুলিশ জলের গাড়ি ঢুকতে দেয়নি। সভায় আগত মহিলা ও তাদের কোলের শিশুরা পিপাসায় ছটফট করছে দেখে অনেক সংহতি শুভানুধ্যায়ী রাস্তা থেকে অনেক ২ লিটারের মিনারেল ওয়াটারের বোতল এনে মায়েদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল কাউন্সিলার সঞ্চিতা মন্ডল নিজ উদ্যোগে দুটি জলের গাড়ি মাঠের ভিতর পাঠিয়ে দিয়েছেন। মঞ্চে চেয়ারও এসে গেল, অতিথিরা সুষ্ঠুভাবে বসতে পারলেন এবং সভার কাজ কিছুটা ব্যবস্থিত ভাবে চলতে পারল। এই ছিল হিন্দু সংহতির চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রাক্ কাহিনী অথবা উদ্যোগপর্ব।

১ম পাতার শেষাংশ

জাল নোট ও ভারতের অর্থনীতি

হয়ে ভারত ঢোকে। এর জন্য তারা দুটি জেলাকে বেছে নিয়েছে মুর্শিদাবাদ ও মালদা। পশ্চিমবঙ্গের এতগুলি জেলার মধ্যে শুধু এই দুটি জেলা কেন? সেকথার উত্তর যে দেবে তাকে সাম্প্রদায়িক বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রেপ্তার করবে। এন.আই. এ.–র তদন্ত রিপোর্টে কিন্তু বলা হয়েছে এই দুটি জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীদেরকে এই জাল নোট বাহকের কাজে ব্যবহার করা হয়।

কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ২০১১ সালে দেড় কোটির টাকারও বেশী এবং ২০১২ সালের প্রথম তিন মাসেই ৫০ লক্ষ টাকারও বেশী জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছে। আর কত পরিমাণ জালনোট বাজারে চলছে–তার কোন আন্দাজ অবশ্য সরকার দেয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশে ৫০০ টাকার জালনোট সম্বন্ধে সকলে অবহিত ও ভুক্তভোগী। কিন্তু তার থেকেও বেশী পরিমাণে ১০০ টাকার জালনোট পাকিস্তান ভারতে পাঠিয়েছে এবং তা বাজারে চলছে। সরকার, পুলিশ বা ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সেই ১০০ টাকার জাল নোট ধরে না, কারণ তাহলে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যাবে। ওই টাকা ব্যাঙ্কগুলিতে ও সরকারী কোষাগারে আসার পর সেখান থেকে ১০০ টাকার জালনোট বাছাই করে বাতিল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে পরিমাণ তো খুবই কম। সুতরাং এই সমস্ত জালনোট বাজারে চলতেই থাকে। ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ও তার পরিণাম অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটা বড় কারণ এই জালনোট। প্রণববাবু ও অমিত মিত্ররা তা জেনেও সেকথা বলেন না। কারণ সে কথা বলতে গেলে যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাম নিতে হয়। তাদের নাম তো উচ্চারণ করা যাবে না। তাদের সঙ্গে যে মৈত্রী করতে হবে–তা তারা জেহাদিই পাঠাক, আর জাল নোটই পাঠাক, আর অবৈধ অনুপ্রবেশকারীই পাঠাক, আর সেদেশের অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুকে যতই জবাই করুক। (সংবাদসূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ৬-৪–১২)

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012